The University of Burdwan

Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya

Subject-History

Name of the student- Bhuban Ghosh

University Roll-220140200022

University Reg. - 202201040703

Semester-III

Paper-SEC-I

Session-2022-23

Name of the topic- Museum Presentation and Exhibition

Indian museum

Scanned with OKEN Scanner

এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর সম্পর্কে প্রজাতন্ত্রিক তথ্য উপস্থাপন করা, এবং এর ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রকাশ করা।

পরিচিতি

Indian Museum পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় অবস্থিত। এটি বিশ্বের নবম প্রাচীনতম জাদুঘর এবং ভারতের বৃহত্তম। The Indian Museum "জাদুঘর" নামে পরিচিত। এটি ১৮১৪ সালে ভারতের (কলকাতা) এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর ছিলেন ড্যানিশ উদ্ভিদবিদ **"ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ"**। স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (The Asiatic Society of Bengal) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৬ সালে এই সোসাইটির সদস্যরা মানুষের তৈরি বস্তু ও প্রাকৃতিক সামগ্রী নিয়ে একটি জাদুঘর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮০৮ সালে জাদুঘর তৈরির কাজ শুরু হয়; এই বছরে জাদুঘরই তৈরির জন্য ভারত সরকার সোসাইটিকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে জন্য জমি দেয়।

Scanned with OKEN Scanner

বর্তমানে জাদুঘরে ৩৫টি গ্যালারি নিয়ে এটির ৬টি বিভাগ রয়েছে। Indian Art, Archaeology, Anthropology, Geology, Zoology, Economic Botany .অনেক বিরল এবং অনন্য নমুনা, ভারতীয় এবং ট্রান্স-ইন্ডিয়ান উভয়ই, মানবিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই বিভাগগুলির গ্যালারিতে সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত আছে। শিল্প এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের সংগ্রহ রয়েছে।ইতিহাস সম্পর্কে যারা অনুসন্ধানী তাদের জন্য জাদুঘর একটি প্রিয় স্থান। জাদুঘরের মধ্য একটি লাইব্রেরি ও বইয়ের দোকানও আছে। সেখানে অনেক রকমের জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। ভারতীয় জাদুঘর ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

এটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ভারতীয় জাদুঘরের বর্তমান পরিচালক হলেন শ্রী অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী যিনি এনসিএসএমের মহাপরিচালক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

ভারতীয় জাদুঘরের ইতিহাসঃ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স দ্বারা তৈরি করা হয়েছিলো। ১৭৯৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের কাছ থেকে একটি জাদুঘর থাকার ধারণাটি একটি জায়গা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল ১৮০৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ভারত সরকার চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিট এলাকাই উপযুক্ত বাসস্থানের প্রস্তাব দেয়। ১৮১৪ সালে ডেনমার্কের বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ওয়ালিচের পদত্যাগের পর, এশিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা কিউরেটরদের মাসে ৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হতো। ১৮৭৫ সালে জাদুঘরটি বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। জাদুঘরটি ১৮৭৮ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল যেখানে ষাটটিরও বেশি গ্যালারী ছিল। যাদুঘরের সবচেয়ে বড় অবদানের মধ্যে

Scanned with OKEN Scanner

একটি সম্ভবত ছিল যখন জাদুঘরের প্রাণিবিদ্যা এবং নৃতাত্ত্বিক বিভাগগুলি ১৯১৬ সালে ভারতের প্রাণিবিদ্যা জন্ম দেয়, যা ১৯৪৫ সালে ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্ম দেয়।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের স্থাপত্যঃ

ভারতীয় জাদুঘরের কাঠামোটি একটি স্থাপত্যের জাঁকজমক যা বিখ্যাত স্থপতি ওয়াল্টার বি গ্রাভিল ইতালীয় স্টাইলে ডিজাইন করেছেন। বিল্ডিংটি ২ টি তলা নিয়ে গঠিত, প্রতিটি প্রায় ৯০০ বর্গ মিটার। মোট ৬০টি গ্যালারি নিয়ে ৬টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত।

- **শিল্পী বিভাগ :** এর মধ্যে রয়েছে মুঘল পেন্টিং গ্যালারি, ডেকোরেটিভ আর্ট এবং টেক্সটাইল গ্যালারি সাউথ ইস্ট এশিয়ান গ্যালারি। বেঙ্গল পেইন্টিং গ্যালারি, মুঘল পেইন্টিং গ্যালারি
- **প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ:** এর মধ্যে আছে প্রধান প্রবেশদ্বার গ্যালারি, দীর্ঘ প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারি, ভারহুত গ্যালারি, মাইনর আর্ট গ্যালারি, ও ঐতিহাসিক গ্যালারি।
- **নৃবিজ্ঞান বিভাগ:** এর মধ্যে আছে সাংস্কৃতিক গ্যালারি, মাস্ক গ্যালারি, এবং বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি।
- **ভূতত্ত্ব বিভাগ:** এর মধ্যে আছে গ্যালারি, ইনভার্টেব্রেট ফসিল গ্যালারি, রক অ্যান্ড মিনারেল গ্যালার আর্থ, এবং জেম সেকশন সহ উল্কা গ্যালারি।
- **প্রাণিবিদ্যা বিভাগ:** এর মধ্যে আছে ফিশ গ্যালারি, বার্ড গ্যালারি, স্তন্যপায়ী গ্যালারি, রেপটিলিয়া গ্যালারি, ও ইকোলজি গ্যালারি।
- **উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ:** এর মধ্যে আছে খাদ্য দ্রব্য, ঔষধি দ্রব্য, উদ্ভিজ্জ তন্তু, তেল ও তৈলবীজ, ভারতীয় কাঠ, ভারতে সাধারণত উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের সম্পদ আছে।

Scanned with OKEN Scanner

এখানে প্রদর্শিত কিছু প্রধান সংগ্রহযোগ্য জিনিসগুলির মধ্যে ।রয়েছে একটি মিশরীয় মমি যার সমস্ত অঙ্গগুলি তার হৃদয় ছাড়া বের করা হয়েছে, ভারহুত থেকে একটি বৌদ্ধ স্তূপ, গৌতম বুদ্ধের ভস্ম, অশোক স্তম্ভ যা চারটি বহন করে — সিংহের প্রতীক যা পরবর্তীকালে প্রতীক হয়ে ওঠে। ভারত, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের জীবাশ্ম কঙ্কাল।

মানব সভ্যতার বিবর্তন

Scanned with OKEN Scanner

স্ফিংস, প্রাচীন মিশর

ভগবান বুদ্ধের জীবন

দেবী দুর্গা

18/04/2025

Scanned with OKEN Scanner